পরমাণু বিদ্যুৎ হরিপুরে চাই না কোথাও চাই না

নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের উপযোগী স্থান নির্বাচন কমিটি সম্প্রতি হরিপুরকে উপযুক্ত কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করেছে। সেখানে প্রাথমিকভাবে ১০০০ মেগাওয়াটের ছয়টি ইউনিট স্থাপন করা হবে। তার মধ্যে দুটি ইউনিট হবে আমদানিকৃত রুশ প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে। প্ল্যান্ট নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার কথা ২০১২-১৩ সালে এবং তা চালু হওয়ার কথা ২০১৭-১৮ সালে।

আমরা জানি, যেহেতু নিউক্লিয়ার জ্বালানিচক্রের প্রতিটি পর্বে তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হয়, নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্প অত্যন্ত বিপজ্জনক। তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়ার বর্জ্য এবং অকেজো নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি কোথায় ফেলা যায়, সেটাও অত্যন্ত সমস্যার বিষয়—বিশেষত যেখানে কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধ-আয়ু লক্ষ লক্ষ বছর। তার ওপর, একটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট যে দুর্ঘটনার মধ্যে পড়বে না, এরকম নিশ্চয়তা প্রদান করা অসম্ভব। আর একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটলে তার প্রভাব পড়বে একটা বিরাট এলাকা জুড়ে, একটা বিরাট জনসমষ্টির ওপর এবং অবশ্যই কয়েক প্রজন্ম ধরে। ১৯৯৬ সালে ইউক্রাইন প্রদেশের চের্নোবিলের দুর্ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সংবাদে প্রকাশ, হরিপুরে প্রস্তাবিত নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ১০ হাজার মানুষ, যার মধ্যে আশি শতাংশ মানুষ মৎস্যজীবী। বাৎসরিক ১৫ কোটি টাকার বাণিজ্য করে, এমন পাঁচটি খোটি উচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর সব মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ১০টি গ্রামের মানুষজন। সমুদ্রোপকূলের বিপর্যয় ছাড়াও বিশাল উর্বর জমিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

যদি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্পূর্ণ জ্বালানিচক্রকে হিসেবের মধ্যে ধরা হয় (যেমন নিষ্কাশণ, মিহিকরণ, নির্মাণ, পরিবহন প্রভৃতি), তা হলে দেখা যাবে গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রতিশ্রুতিটাও একটা বিরাট ধাপ্পা। তার ওপর নিউক্লিয়ার প্রকল্পের মতো দৈত্যসম বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা পরিবেশ-সুরক্ষার উপযোগী বিকেন্দ্রীভূত পরিবেশ-বা-ব শক্তি উৎপাদনের দিগ্‌নির্দেশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

উপরোক্ত মতামতের ভিত্তিতে আমরা দাবি করছি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ইউরেনিয়াম নিষ্কাশণ এবং নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের সমস্ত উদ্যোগ অবিলম্বে ব- করুক এবং পুনর্নবিযোগ্য ও পরিবেশ-বা-ব শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে তার উদ্যোগ ও বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করুক।